SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

স্মৃতিকালীন সোনার ওজনপদ্ধতি

Dr. Amrita Sihi
Assistant Professor, Dept. of Sanskrit,
Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College,
Asannagar, Nadia, West Bengal, India
Email: amritasihi82@gmail.com

Abstract: মানবমনীষায় অনেকত্বের উদয় যেদিন থেকে, সেদিন থেকেই পরিমাপবোধের উৎপত্তি। সেই পরিমাপের মাপকাঠির আবিষ্কার ও বিকাশ মানবসভ্যতার প্রয়োজনেই সুদূর অতীতে ঘটেছে এবং বর্তমানেও তার পরীক্ষানিরীক্ষা ঘটে চলেছে। কঠিন, তরল প্রভৃতি পদার্থভেদে এবং তাদের প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপকের আবির্ভাব ঘটেছে কালে কালে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভার, আয়তন প্রভৃতি মাপার একক আবিষ্কৃত হয়েছে। সোনার পরিমাপও তার থেকে বাদ যায়নি। বরঞ্চ, প্রাচীন বৈদিক কাল থেকেই সোনা মহার্ঘ ধাতু হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় তার পরিমাপের একাধিক মাপকাঠি আবিষ্কৃত হয়েছে। কালে কালে পরিমাপকের রূপান্তর ঘটায় প্রাচীনকালের মাপকাঠির এককগুলি সাধারণ নাগরিকের কাছে দুরূহ হয়ে উঠলেও আমাদের স্মৃতিকারেরা তাঁদের আর্ষদৃষ্টিতে সেই ভাবি অসুবিধার বিষয়টি অনুধাবন করে স্বীয়শাস্ত্রে পরিমাপপদ্ধতির উল্লেখ করে গেছেন। এই ক্ষুদ্রনিবন্ধে সুপ্রাচীন স্মৃতিকালীন সোনার সেই ওজনপদ্ধতিই প্রকাশিত করা হল।

Keywords: সোনা, ভার, ত্রসরেণু, সুবর্ণ, মাষ, রতি, স্মৃতি, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য

অখণ্ডের ভাবনা থেকে যেদিন খণ্ডভাবনার উদ্ভব হয় সেদিন থেকেই মানব সভ্যতায় পরিমাণ একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে ওঠে। নাম ও রূপে ভিন্নভিন্ন জগতের উপাদানগুলি পরিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যবহারের অঙ্গ হয়ে ওঠে। জগতের উপাদানগুলিকে মানবগণ বিভিন্নভাবে পরিমিত করতে থাকেন আপন ব্যবহার সিদ্ধির তাগিদেই। তাতেই আবির্ভাব হয় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আয়তন, সংখ্যা, ভার প্রভৃতির। দরকার হয়ে পড়ে পরিমাপ করার এককের। যত দিন যায়, পরিমাপকের পরীক্ষণে সূক্ষ্মতাও আসে। পণ্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপকের উদ্ভব হয়। তরল, কঠিন, বায়বীয় প্রভৃতি পদার্থের পরিমাপক ভিন্নভিন্ন রূপে স্থান দখল করে। ভারতীয় সভ্যতার লিখিত প্রাচীন দলিল বেদে তার নিদর্শন বহুত্র পাওয়া যায়। পরবর্তিতে বেদকেন্দ্রিক স্মৃতিশাস্ত্রাদিতেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে প্রাচীন স্মৃতিকালীন সোনার ওজনপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

স্মৃতিকাল বলতে ঐতিহাসিক মতে বেদোত্তর কাল। স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ে স্মৃতিকার মনু বলেছেন— *'ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ*[1] (মনু,২৫৫)। বেদোত্তরকালীন বর্ণাশ্রমভিত্তিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের আচরণীয় কর্তব্যগুলির সংবিধান হল স্মৃতিশাস্ত্র। গৌতম প্রভৃতি আচার্যগণ এই গ্রন্থগুলি রচনা করে গেছেন। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার হতে হতে কালের কবলে স্মৃতিগুলির পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বলিখিত ধর্মশাস্ত্রে এইরকম কুড়িজন আচার্যের নাম উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী।।
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তকাঃ।[2] *(যাজ্ঞবল্ক্য,৩)*

এছাড়াও আরও স্মৃতিকার ছিলেন। তবে *মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে*— এই অমোঘ বাণীর বলে তথা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের *শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী* ইত্যাদি প্রচলিত উক্তিতে বলাবল বিচারের একটা রেখাও টানা আছে। ফলতঃ স্মৃতির রচনাকালের পরিধির বিস্তৃতি

ঘটতে থাকলেও যেহেতু মনুর প্রভাব অপরিসীম এবং যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাও যেহেতু মূলতঃ মনুসংহিতারই প্রকরণানুসারী সংস্কৃতরূপ, তাই উভয় স্মৃতির আলোকে আলোচ্য বিষয়কে এগিয়ে নিয়ে যাব।

মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার রচনাকাল নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই স্মৃতিগুলি রচিত হয়েছিল। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আগে তো অবশ্যই। অতএব সেই সময়ের সোনার পরিমাপবিষয়ক প্রশ্ন স্বভাবতই মনের মধ্যে উঁকি মারে।

বলে রাখা ভালো যে, সুদূর বৈদিককালেই সোনা, রুপা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তার উল্লেখ বেদে বহুত্র পাওয়া যায়। অতএব স্মৃতিযুগেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। বরঞ্চ, স্মৃতিকালেও বর্তমানকালের মত সোনা অন্ত্যন্ত মহার্ঘ ছিল। রাজা রাজ্য জয়ের মাধ্যমে, অন্যান্য রাজাদের থেকে পারিতোষিকরূপে যে স্বর্ণ লাভ করতেন তার উল্লেখ সংস্কৃতসাহিত্যে বহুত্র পাওয়া যায়। স্মৃতিতে স্বর্ণপ্রাশন সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া রাজারা মামলায় নির্দিষ্ট পরিমাণ তামা, রুপা, সোনা ইত্যাদিকে দণ্ডরূপে পরাজিত ব্যক্তিদের দেয় হিসাবে গণ্য করতেন। সেই কারণে সমগ্র রাজ্যে যদি সোনা প্রভৃতির পরিমাপপদ্ধতি এক না হয়, তাহলে দণ্ডবিধানে একই বিষয়ে তারতম্য হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর দণ্ডবিধানে যদি ভুল হতো তাহলে রাজাদের আর রক্ষে নেই। স্মৃতির বিধান অনুযায়ী অধর্ম ও প্রায়শ্চিত্ত রাজাদের ভাগ্যে অবধারিত থাকতো। মনু বলেছেন—

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।[3] *(মনু,৭৭৬)*

তাছাড়া, সেই সময়ে নানান পরিমাপ পদ্ধতিরও প্রচলন ছিল। তাই রাজ্যে পদার্থরাজির মান সর্বত্র যাতে একই রকম থাকে তার জন্য শাসকগণের সুবিধার্থে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ পরিমাপপদ্ধতি ও পরিমাপের একক নির্ধারণ করে গেছেন। সোনার পরিমাপও তাতে বাদ যায়নি। স্মৃতিশাস্ত্রে তৎকালীন প্রচলিত সোনা প্রভৃতি পদার্থের পরিমাপক এককগুলি উল্লেখিত আছে। ফলে স্মৃতিগুলি এই বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক দলিল।

বর্তমানকালে মেট্রিকপদ্ধতির আধুনিক সংস্করণ এস্.আই পদ্ধতিতে কিলোগ্রাম প্রভৃতি পরিমাপকের সাহায্যে সোনা প্রভৃতি কঠিনপদার্থের ভারপরিমাপ করা হয়। সেই কিলোগ্রামের আদর্শ মাপকাঠিটি আবার ফ্রান্সের মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।সেটাকেই আদর্শ ধরে নিয়ে আন্তর্জাতিকস্তরে ভারপরিমাপ চলে আসছে। এই ধরে নেওয়া ব্যাপারটা প্রাচীনকালে মুনি ঋষিদের মধ্যেও ছিল। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মূল লক্ষ্যই মোক্ষ হওয়ায়, দার্শনিকগণ ভারকে গুরুত্বনামক পদার্থরূপে সামান্যভাবে আখ্যায়িত করে থাকলেও তার অবান্তরভেদ দেখাননি। কিন্তু, স্মৃতিশাস্ত্র ব্যবহারশাস্ত্র হওয়ায়, স্মার্তগণ তার অবান্তর ভেদের নির্ণয় করে গেছেন। এবিষয়ে তাঁদের বিচার অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাঁরা পরমাণুপরিমাণ থেকে শুরু করেছিলেন পরিমাপের একক নির্ণয় করতে। তাদের মতে, জানালায় সূর্যের আলোকে পরিদৃশ্যমান বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার সূক্ষতম কণাগুলির ভার ছয়টি পরমাণুর ভারের সমান। কারণ তাদের মতে ওই একটি কণাকে ত্রসরেণু নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনটি দ্ব্যণুকে একটি ত্রসরেণু হয়। আর একটি দ্ব্যণুক দুটি পরমাণুতে তৈরি হয়। ফলতঃ ছয়টি পরমাণুর ভারের সমান হয়, একটি ত্রসরেণুর ভার। অর্থাৎ প্রাচীন স্মৃতি বা বৈদিক কালে ভারের একক হিসাবে প্রাথমিকভাবে মাটির পরমাণুপরিমাণকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

এই ত্রসরেণুপরিমাণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায়, যেহেতু তা ব্যবহারের অনুপযোগী, তাই উপযুক্ত ব্যবহারোপযোগী পরিমাপকের উদ্ভাবনের জন্য সেগুলির নির্দিষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধির দ্বারা বৃহত্তর পরিমাপকের নির্দেশ করা হয়েছিল। তাদের মতে তিনটি ত্রসরেণুতে এক লিক্ষাপরিমাণ হয়। লিক্ষা হলো স্বেদজপোকাবিশেষের(উকুনের) ডিমপরিমাণ। তিনটি লিক্ষাতে আবার এক রাজসর্ষপ পরিমাণ পাওয়া যায়। রাজসর্ষপ মানে কালো সরষে। তিনটি রাজসর্ষপে হয় এক গৌরসর্ষপ পরিমাণ। গৌরসর্ষপ হল তুরকলাই। আবার ছটি গৌরসর্ষপে এক যবপরিমাণ নির্দিষ্ট করা হত। তিন মধ্যম

আকারের যবপরিমাণে এক কৃষ্ণলপরিমাণ ধরা হত। কৃষ্ণল মানে রতি। এই রতিকে একক হিসাবে স্বর্ণব্যবসায়িরা ব্যবহার করতেন। রতিকে আমরা বাংলাভাষায় কুঁচফল বলে থাকি। এক রতিপরিমিত স্বর্ণকেও আবার একরতি হিসাবে ব্যবহারের চল ছিল। যেমন বর্তমানে এককেজি চাল বলি। বস্তুতঃ কেজি পরিমাণ ও চাল ভিন্ন বস্তু। তা সত্ত্বেও, কেজিশব্দটিকে কেজিপরিমিত অর্থেও ব্যবহার করা হয়। ফলতো একরতিপরিমাপকের দ্বারা পরিমিত পদার্থকে তুল্যভাবে একরতি হিসেবে ধরে নিয়ে তার মাধ্যমেও স্বর্ণান্তরের ওজন তৎকালেও প্রচলিত ছিল।এই যে রতিপরিমিত স্বর্ণের দ্বারা অন্য স্বর্ণের ভারনির্ণয় করা হতো, তাতে সেই বিকল্প পরিমাণকগুলিকে প্রতিমান বলা হতো। প্রতিমানগুলি মূলপরিমাপকের সমান পরিমাণবিশিষ্ট ছিল। যদিও স্মৃতিশাস্ত্রে সাক্ষাৎ প্রতিমানের নিরূপণ পদ্ধতির বর্ণনা নেই। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কিন্তু তার বর্ণনা পাওয়া যায়। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণের ১৯ তম অধ্যায়ে এর বর্ণনা আছে। সেখানে বলা হয়েছে— *প্রতিমানান্যয়োময়ানি মাগধমেকলশৈলময়ানি, যানি বা নোদকপ্রদেহাভ্যাং বৃদ্ধিং গচ্ছেয়ুরুষ্ণেন বা হ্রাসম্।*[4] *(কৌটিল্য,৪১৬)* অর্থাৎ প্রতিমানগুলি এমন পদার্থে তৈরি করতে হবে যাতে জল বা উষ্ণতায় সেগুলির মানের হ্রাস বা বৃদ্ধি না ঘটে। সেক্ষেত্রে তিনি লোহা, মগধদেশীয় বা মধ্যপ্রদেশে মেকলপাহাড়ের পাথরকে প্রতিমান হিসাবে ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছেন। সোজা কথা, এই প্রতিমানগুলির ভার যাতে সর্বদা একই থাকে তার জন্য উপযুক্ত পদার্থের চয়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানেও আমরা লক্ষ্য করি যে অসৎ ব্যবসায়িরা ঘর্ষণের দ্বারা লোহার বাটখারার মান পরিবর্তন করে থাকেন। তাই সরকারী আধিকারিকগণ মাঝেমধ্যেই সেই সমস্ত পরিমাপ সঠিক কিনা তার যাচাই করতে আসেন। বেঠিক হলে শাস্তি বা ফাইন ধার্য হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এই ধারা চলে আসছে। রাজারা এই সমস্ত বিষয় নিরীক্ষণের জন্য অধ্যক্ষ নিয়োগ করতেন এবং তাদের অধীনস্থ অনেক রাজকর্মচারী নিয়োগ করতেন। তারা এই বিষয়গুলির খেয়াল রাখতেন। অর্থশাস্ত্রের তুলামানপৌতবম্ ইত্যাদি প্রকরণ অনুসন্ধিৎসুগণ অবশ্যই বিশেষভাবে অবলোকন করতে পারেন।

আবার ওজনের বিষয়ে ফিরে যাওয়া যাক। সোনা ওজনের ক্ষেত্রে রতিই শেষ বা ঊর্ধ্বতন পরিমাপ নয়। এরপরও বৃহত্তর পরিমাপকের নির্দেশ স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। সেগুলির পরিমাপও স্মৃতিশাস্ত্রে মেলে। সেখানে বলা হয়েছে, পাঁচটি রতিতে এক স্বর্ণমাষ পরিমাণ হয়। আবার ১৬ টি স্বর্ণমাষে এক সুবর্ণ নামক পরিমাণ হয়। সোনা অর্থে যে সুবর্ণশব্দ ব্যবহৃত হয় তা এটি নয়। এটি একটি পরিমাপকবিশেষ। এইরকম চারটি সুবর্ণে এক পলপরিমাণ হয়। এই পলই হল সোনা ওজনের বৃহত্তর একক। এটারই আবার দ্বিগুণ তিনগুণ ইত্যাদি আকারে ব্যবহার হতো। এই পরিমাপগুলির উল্লেখ মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় মেলে। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়—

জালসূর্যমরীচিস্থং ত্রসরেণূ রজঃ স্মৃতম্।
তেঽষ্টৌ লিক্ষা তু তাস্ত্রিস্রো রাজসর্ষপ উচ্যতে॥
গৌরস্তু তে ত্রয়ঃ ষট্ তে যবো মধ্যস্তু তে ত্রয়ঃ।
কৃষ্ণলঃ পঞ্চ তে মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোডশঃ॥
পলং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চ বাপি প্রকীর্তিতম্।[5] (যাজ্ঞবল্ক্য,১২১- ১২২)

তবে উপর্যুক্ত পরিমাপক ছাড়াও নিষ্কনামক আরো একটি পরিমাপকও সোনার ভার পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হতো। এই নিষ্ককে এক সুবর্ণের চার ভাগের একভাগ রূপে গণ্য করা হতো। অর্থাৎ চারটি নিষ্কের মোট পরিমাণকে এক সুবর্ণপরিমাণের সমপরিমাণ হিসাবে গণ্য করা হতো। নিষ্কগুলি দেখতে গোলাকার কয়েনের আকৃতির। তৎকালে অলংকার হিসেবেও নিষ্কের ব্যবহার প্রচলন ছিল। মূলতঃ পরিমাণগুলি গোলাকারই হত। কিছুদিন আগেও তো মধ্যযুগীয় পরিমাপ ভরির ব্যবহারে ভরি হিসাবে সোনার কয়েনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যেত। ইদানীং সরকার অনুমোদিত এস. আই পদ্ধতিতে কিলোগ্রাম, গ্রাম প্রভৃতিতে পরিমাপের চল। প্রাচীনকালেও সেই রকম রতি, মাষ, সুবর্ণ, পল, নিষ্ক ইত্যাদি পরিমাপগুলি ব্যবহারের উপযোগিরূপে রাজসভায় অনুমোদিত হলে

প্রজাগণ সেই পরিমাণের ব্যবহারে অনুমতি পেত।

বর্তমানকালেও সহজবোধ্য হওয়ায় নিজেদের কাজের সুবিধার্থে সেই প্রাচীন পরিমাপক রতির ব্যবহার কিছু কিছু প্রাচীনপন্থী স্বর্ণব্যবসায়িগণ করে থাকেন। তারা ছয় রতিতে এক আনা এবং ষোল আনায় এক ভরি হিসাবে মধ্যযুগীয় পরিমাপপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। তবে আধুনিক পদ্ধতিও তাদের কাছে পরিচিত। বর্তমানে এক রতি এস.আই পদ্ধতিতে ০.১২১৫ গ্রাম।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে তালমিলিয়ে মানবসমাজ নানা বিষয়ের আবিষ্কার করেছে। আবার প্রয়োজন মিটলে তার পরিত্যাগও করেছে। গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়েই মানবসভ্যতা ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। কেই বা বলতে পারে মহাকালের গহ্বরে বর্তমানকালের ব্যবস্থাও একদিন হারিয়ে যাবে না। তাই অতীত সভ্যতার মাপকাঠিকে স্মৃতিতে আগলে রেখে ভবিষ্যতের পথে এগোনোই কি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়?

Endnotes

1. মনু। *মনুসংহিতা।* সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,২০১৬
2. যাজ্ঞবল্ক্য। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।* সম্পা. নারায়ণ রাম, নিউ দিল্লী, রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত সংস্থান, ২০১০
3. মনু। *মনুসংহিতা।* সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬
4. *কৌটিল্য।কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্।* সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১
5. যাজ্ঞবল্ক্য। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।* সম্পা. নারায়ণ রাম, নিউ দিল্লী, রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত সংস্থান, ২০১০

Bibliography

- *ঊনবিংশতি সংহিতা।* সম্পা. অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, সদেশ,২০১৮
- *কৌটিল্য।কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্।* সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১
- *কৌটিল্য।কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্।*, নিউ দিল্লী, রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত সংস্থান, ২০০৩
- মনু। *মনুসংহিতা।* সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,২০১৬
- যাজ্ঞবল্ক্য। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।* সম্পা. নারায়ণ রাম, নিউ দিল্লী, রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত সংস্থান, ২০১০

——